ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 143 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৯৯ ● কলকাতা ● ২১ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● শনিবার ● ০৮ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

জন্মদিনের বিকেলে কালীঘাটে জনসংযোগে অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রতিবছরের মতোই জন্মদিনের বিকেলে চেনা মেজাজে ধরা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার চারটে নাগাদ কালীঘাটের বাড়ি থেকে বের হন তিনি। তাঁর জন্য অপেক্ষারত জনসমুদ্রে মিশে যান তৃণমূল সেনাপতি। কথা বললেন তাঁদের সঙ্গে।বিকেল ৪ টে নাগাদ ধূসর শার্ট পরে অনুরাগীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন অভিষেক। হাত জোড় করে সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অনুরাগীদের সঙ্গে করমর্দন করতেও দেখা যায় তাঁকে। দেন অটোগ্রাফও। এদিন কেক কাটার আয়োজন

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 106

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

দিনে একবারই খেতাম। কখনও কখনও ৪/৫ দিন বাদেই খেতাম। ওখানে নিয়মিত খাওয়ার দরকার অনুভূত হত না। দিন প্রতিদিন আমার উপর তাঁর আলাদা আলাদা অনেক রকমের প্রয়োগ হত। তিনি পেট পরিষ্কার রাখার উপর খুব জোর দিতেন। তিনি বলতেন, "পায়খানা পরিষ্কার হলে পেট পরিষ্কার থাকে। আর পেট পরিষ্কার থাকলে শরীরে বিজাতীয় তত্ত্ব জমা ও নির্মাণ হয় না।" কখনও কখনও তিনি এর জন্য নাভির উপর কিছু পাতা বাঁধার জন্যও দিতেন। ওখানে যা গতিবিধি চলছিল, তার থেকে কোথাও এরকম মনে হচ্ছিল না যে আমি আধ্যাত্মিক সাধনা করছি।

ক্রমশঃ

আমার এরকম লাগত যে তিনি কোনও

গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার হাতে গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। ধৃত পার্থ চোঙদার, কলকাতা পুরসভার প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগে কর্মরত। ধৃতের বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তি থাকার অভিযোগ রয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।ওই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির উৎস নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে গত ২০২৩ সালে পুরসভার আধিকারিকের বাড়িতে হানা দেন দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। প্রায় দু'বছর ধরে তদন্ত চলার পর বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়। কীভাবে তাঁর কাছে বিপুল টাকা এল, পার্থ কোনও অসামাজিক কাজ কিংবা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কিনা – তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে বলেই আশা তদন্তকারীদের। কোনও পুরকর্মী অন্যায় করলে রেয়াত করা হবে না, সেকথা আগেই জানিয়েছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেকথা মাথায় রেখে পার্থ চোঙদারের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এদিনই আদালতে পেশ করা হয় ধৃতকে।ধৃত পার্থর আয় এবং সম্পত্তির হিসাবে বিস্তর গরমিল।জানা গিয়েছে, ২০১৭ থেকে ২০২১ সালে তাঁর আয়ের তুলনায় সম্পত্তি পাঁচ কোটি টাকারও বেশি পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, চার বছরে পার্থ বেতন পেয়েছেন ৫৬ লক্ষ টাকা। অথচ নামে বেনামে তিনি ৬ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। একাধিক ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে তাঁর। নিউটাউনের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে ২৮ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে। বেসরকারি ব্যাঙ্কে কোথাও ১০ লক্ষ, কোথাও ২০ লক্ষ, আবার কোথাও ২৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছেন পার্থ। ধৃতের শ্বশুরবাড়ি মালদহে। শ্বশুর-শাশুড়ি নথি ব্যবহার করেও নাকি কলকাতার একাধিক ব্যাঙ্কে প্রায় ৫-৬টি অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। সেখানে কমপক্ষে কোটি টাকা রাখা রয়েছে। কলকাতা-সহ সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে ৬টি ফ্ল্যাট। বোলপুরে ৩৬ লক্ষ টাকার বাংলো রয়েছে পার্থর। পার্থর স্ত্রী নামে রিয়েল এস্টেট সংস্থাও রয়েছে। পার্থর ব্যাঙ্কের লকারে ৭৩৪.৮৫ গ্রাম সোনা রয়েছে। জীবনবিমাও রয়েছে পার্থর। একাধিকবার বিদেশযাত্রাও করেছেন তিনি।

সোনারপুরে শুল্ক আধিকারিককে 'মারে' পুলিশকে 'ভর্ৎসনা' হাই কোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সোনারপুরে শুল্ক আধিকারিককে মারধরের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। তাঁর দাবি, ওই শুল্ক আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার সময় কোনো আইনই মানেনি পুলিশ। শুক্রবার বিচারপতি সরকারি আইনজীবীকে প্রশ্ন, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে FIR দায়ের করে দিলেন? এই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দ্রুত শুরু হয়।

এরপর ৪ পাতায়

রাজারহাটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং ভেঙে খালে বাস, আহত ৫০

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শুক্রবার সাতসকালে রাজারহাটে বাস দুর্ঘটনা। চাকলা থেকে করুনাময়ীগামী রুটের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় খালের মধ্যে। এই ঘটনায় ৫০ জনের বেশি আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রেলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে বাসটি আড়াআড়িভাবে উল্টে গিয়েছে। হঠাৎ করে বাসটি কেন নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। চালক মদ্যপ ছিল কিনা, বাসে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কিনা, চালক ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন কিনা সবটাই দেখা হচ্ছে। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। স্থানীয়রা পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। স্থানীয় সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হবে। কিভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ।স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে চাকলা থেকে যাত্রী বোঝাই বাসটি বেড়াচাঁপা হয়ে যাচ্ছিল সল্টলেক করুণাময়ীর দিকে। রাজারহাট থানার অন্তর্গত হাড়োয়া ব্রিজের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বাসটি। হাড়োয়া খাল সংলগ্ন এলাকায় এসে বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। রেলিংটি ভেঙে খালে পড়ে যায় যাত্রীবাহী বাসটি। বাসের মধ্যে ৫০ জনের বেশি যাত্রী ছিল বলে জানা গিয়েছে। আহত হয়েছে প্রায় ৫০ জনের বেশি যাত্রী। বাসটি খালে পড়ে যাওয়ার পরেই যাত্রীদের চিৎকার শুনে ছুটে আসে স্থানীয়রা। তাঁরাই প্রথমে উদ্ধার কাজ শুরু করে। পরে পুলিশের কাছে খবর যায়। খবর পয়েই পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আহতদের বাস থেকে উদ্ধার করে দেগঙ্গা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। এখনও পর্যন্ত বাসটিকে উদ্ধার করার কাজ চালানো হচ্ছে।

(১ম পাতার পর)

জন্মদিনের বিকেলে কালীঘাটে জনসংযোগে অভিষেক

করা হয়েছিল কর্মী-সমর্থকদের তরফে।প্রতিবছরই কলকাতার পাশাপাশি শহর-শহরতলি ও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দিনভর নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দলের ছাত্র-যুব ছাড়াও বিভিন্ন শাখা সংগঠন 'প্রিয় অভিষেকদা'র জন্মদিন সেলিব্রেট করে। কোথাও বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। কোথাও কেক কাটা হয়। দূরদূরান্ত থেকে বহু অনুরাগী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় কালীঘাটের কার্যালয়ের বাইরে হাজির হন। এবছরও তার অন্যথা হয়নি। শুক্রবার বিকেলে কালীঘাটে তৃণমূলের কার্যালয়ে বাইরে কার্যত জনসমুদ্র। কেক, ফুল-সহ নানা উপহার হাতে নিয়ে অভিষেকের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা। কারও হাতে ছিল অভিষেকের নাম লেখা ব্যানার।

মুদি দোকানের সামনে বসে এনুমারেশন ফর্ম বিলি!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুদিখানার দোকানের সামনে তৃণমূল কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ফর্ম বিলি করছেন বিএলও। অভিযোগ উঠেছে তেমনই। ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামবাসীদেরই মোবাইলে তোলা সেই ছবি। অভিযোগ, গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করলে, তাঁদেরও পাল্টা হুমকি দেন বিএলও। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের পাচলা ৩৬ নং বুথে।এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদহ উত্তরের বিজেপি সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া বলেন, "বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করার কথা। কিন্তু দেখছি মুদিখানা দোকানের সামনে টেবিল পেতে ফর্ম বিলি করছেন।" লিখিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, মালদহ জেলা পরিষদের তৃণমূলের সহ সভাধিপকি রফিকূল ইসলাম বলেন, "বিএলও-দের কি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। নির্দেশে তো

স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক বিএলও-কে বাড়ি বাড়ি যেতে হবে! আর বিজেপির লোক তো যত পারছে তৃণমূলের বদনাম করছে। "কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ প্রক্রিয়া। অভিযোগ, পাচলা বুথের বিএলও মোস্তাদ প্রথম ও দ্বিতীয় দিন মুদিখানার সামনে বসে ফর্ম বিতরণ করেছেন বিএলও মোস্তাদ হোসেন। ফর্ম নিতে সেখানে শতাধিক মানুষ ভিড় জমান। প্রচুর উদ্বিগ্ন ভোটারের ভিড় জমে যাওয়ায় শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। কিছু গ্রামবাসী প্রতিবাদ করলে তাঁদের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে উলটে হুমকি দেন বিএলও মোস্তাদ হোসেন। গ্রামবাসীদের অভিযোদ, বিএলও আবার হুমকি দেন, "বিডিও, এসডিও, ডিএম, মন্ত্রী যার কাছে খুশি তাঁর নামে অভিযোগ গিয়ে কর।" প্রকাশ্যেই তিনি বলেন, বিধি ভাঙলে বুঝে নেবেন তিনি নিজেই। এর আগেও একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, বিএলও-র নিয়মভাঙার চিত্র। কোথাও বাড়িতে বসেই, কোথাও আবার চায়ের দোকানের সামনে বসে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করার অভিযোগ উঠেছে বিএলও-দের বিরুদ্ধে।

কন্যা সন্তানকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা — সচেতনতার পাঠ দিতে উদ্যোগী জেলা প্রশাসন

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম:

কন্যা সন্তান হওয়ায় মাত্র কয়েক দিনের এক নবজাতককে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করেছিল ঠাকুমা। লিঙ্গ বৈষম্যের এমন নির্মম ঘটনা ফের নাড়িয়ে দিল ঝাড়গ্রাম জেলার মানবিক চেতনা। সমাজে এখনও কন্যা সন্তান নিয়ে মানসিকতার পশ্চাৎপদতা যে কতটা গভীরে প্রোথিত, এই ঘটনাই যেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বিশ্ব ক্রিকেটে যখন ভারতীয় মহিলা দল দাপটের সঙ্গে বিশ্বজয় করছে, তখন সমাজের এক কোণে এখনো কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াকে 'অভিশাপ' বলে মনে করা হচ্ছে — এই বৈপরীত্যই

(২ পাতার পর)

সোনারপুরে শুল্ক আধিকারিককে 'মারে' পুলিশকে 'ভর্ৎসনা' হাই কোর্টের

ঘটনার পরদিনই অটোচালক আজাদ আলি মণ্ডল, সুরজ আলি মণ্ডল এবং অলোক মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। এরপর আরও আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে আদালতে জামিন পেয়ে যান তারা। এফআইআরে নাম না থাকায় তাঁরা বিচারকের কাছে জামিনের আবেদন জানান। জামিন মঞ্জুর হয়ে যায়। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পুলিশের বিরুদ্ধে উষ্মাপ্রকাশ করেন বিচারপতি ঘোষ। শুক্রবার হাই কোর্টে সওয়াল জবাব শোনার পর বিচারপতি ঘোষের নির্দেশ, আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত ওই শুল্ক আধিকারিকের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ।

সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রাথমিক অনুসন্ধান করেছিলেন? ৩৫(৩) ধারা অনুযায়ী শুল্ক আধিকারিককে নোটিস পাঠানো হয়েছিল কিনা, সে প্রশ্নও করেন বিচারপতি। তবে একটি প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারেননি সরকারি আইনজীবী।

গত মাসে গাড়িতে ধাক্কা লাগা নিয়ে সোনারপুরের ওই শুল্ক আধিকারিকের সঙ্গে অটোচালকদের বচসা বাঁধে। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর তা সাময়িকভাবে মিটে যায়। আবাসনে চলে যান আধিকারিক। অভিযোগ, তার কিছুক্ষণ পর ৫০-৬০ জন দুষ্কৃতী শুল্ক আধিকারিকের আবাসনের বাইরে জড়ো হয়। দরজা ভেঙে আবাসনের ভিতরে ঢোকে তারা। কার্যত তাণ্ডব চালায়। অভিযোগ, ওই শুল্ক আধিকারিককে বেধড়ক মারধর করা হয়। মাথা ফেটে যায় তাঁর। আধিকারিকের স্ত্রীকেও হেনস্তা করা হয় বলেই অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় শুল্ক দপ্তরের আধিকারিককে কল্যাণী এইমসে হাসপাতালে ভর্তিও করা হয়।

সম্পাদকীয়

হিন্দু শংসাপত্র কেন? শিবিরের সামনেই মতুয়াদের ক্ষোভ

নাগরিকত্বের আবেদনের জন্য হিন্দু ধর্মের সার্টিফিকেট প্রয়োজন। সঙ্গে করানো হচ্ছে মতুয়া কার্ড। জরুরি পরিষেবা মতুয়াদের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন শান্তনু ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুর। বিগত কয়েকমাস ধরে ঠাকুরবাড়ির ২ জায়গায় দুজনেই আলাদা করে শিবির তৈরি করেছেন। সেখানে উক্ত দুটি কার্ড করাতে হাজির হচ্ছেন শয়ে শয়ে মতুয়ারা।অন্যদিকে এসআইআর-র প্রতিবাদে বীনাপাণি দেবীর ঘরের সামনে মতুয়াদের অনশন দ্বিতীয়দিনে পড়েছে। ২১ জন এই অনশনে অংশ নিয়েছেন। অনশন মঞ্চে রয়েছেন মতুয়া গোঁসাই, দলপতিরা মঞ্চে রয়েছেন। মতুয়া ভক্তরাও হাজির হয়েছেন সেই অনশন মঞ্চে। মেডিক্যাল টিমও হাজির হয়েছে সেখানে। অনশনকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের সিএএ ক্যাম্পে ব্যবহৃত হয়েছে তৃণমূলের দেওয়া ত্রিপল। তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, বিজেপি বিধায়কের শিবিরের ছাউনির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সরকারি ত্রাণের ত্রিপল। এই নিয়ে চরম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।দূর দূর থেকে বহু মতুয়ারা এসেছেন হিন্দু সার্টিফিকেট ও মতুয়াকার্ড করাতে। কিন্তু হিন্দু সার্টিফিকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ক্ষোভ। তাঁদের প্রশ্ন হিন্দু হওয়ার পরেও কেন হিন্দুত্বের প্রমাণ দিতে হবে? শান্তনু ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুর উভয়ের শিবিরে এসেই তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অনেকেই শিবিরে এলেও তাঁদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে অসন্তোষের ছায়া। অনেকেই বলছেন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় ফিরে যেতে হচ্ছে। কাউন্টারে কেউ না থাকায়, বা সময় শেষ হয়ে যাওয়ায়। আবার অনেকে বলছেন ১০০ টাকা খরচ করে হিন্দুত্বের সার্টিফিকেট নিতে হচ্ছে। হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁদের এই হিন্দুত্বের শংসাপত্র নিতে হবে। তাঁরা তা টাকার বিনিময়ে নিতে রাজি নয়।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আঠত্রিশতম পর্ব)

রয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে রুদ্রের রূপের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে ওই পিন্ডটির অভ্যন্তরীণ যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা শিবের তান্ডব নৃত্যের ফলে হয়ে ছিল। আর এই নৃত্য কে কসমিক ড্যান্স বলে। শিবের এই রূপকে নটরাজ বলে। নটরাজ এর পিছনের গোলাকার চূড়াটি ব্ল্যাকহোল কে নির্দেশ করে। শিবের নৃত্যের এনার্জির ভাইব্রেশান থেকে এই চক্রের সৃষ্টি। চক্র অপর নাম পৃথিবী ,এই সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিগব্যাং থিওরি অনুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে একটি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

জয়নগর থানার মহিষমারিতে ভর সন্ধ্যায় কুপিয়ে খুন! রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

কুতুব উদ্দিন মোল্লা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত মহিষমারি এলাকায় ভর সন্ধ্যায় ঘটে গেল রোমহর্ষক খুন। স্থানীয় অনন্যা ইট ভাটার মালিক বছর ৪৭-এর জয়ন্ত মণ্ডলকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই এদিনও তিনি ইট ভাটার কাজ সেরে উত্তর বারাসাতের বাড়ির উদ্দেশ্যে মোটরবাইকে রওনা দেন। কিন্তু পথে মহিষমারির নির্জন এলাকায় হঠাৎই কিছু দুষ্কৃতকারী তার উপর চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্বিচারে কোপাতে থাকে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

রক্তাক্ত অবস্থায় জয়ন্ত মণ্ডলকে রাস্তায় লুটিয়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীরা দ্রুত পুলিশকে খবর দেয়। মুহূর্তে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়নগর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। তবে ততক্ষণে মৃতদেহ পড়েছিল রক্তের পুকুরে। জয়ন্ত মণ্ডলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই খুনকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঠিক কোন কারণে

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আবার তাঁর দেহে নানা অলংকার, মুখে হাসি, ডান দুই হাতে অভয় ও বরদানের মুদ্রা" (অশোক রায় ২২২)।

আদিযুগের শেষে কালীর মূর্তিরূপ বিবর্তনে একাধিক মাতৃকার মূর্তিশৈলীর প্রভাব এসে মিশেছে এবং

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গঙ্গাসাগর স্নানেই জীবনের মোক্ষ লাভ

ঈশানী মল্লিক :

(প্রথম পর্ব)

গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রার ইতিহাস সময়ের মতোই পুরনো। আমরা ভারতীয় মহাকাব্য "মহাভারতে" ও "বন পর্ব" বিভাগে এই তীর্থযাত্রার প্রাচীনতম নথিপত্র পাই। এটি তর্কযোগ্যভাবে ১৫০০-২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে শুরু হয় বলে মনে করা হয়।

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" দ্বারা ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা" অনুসারে, প্রথম কপিল মুনি মন্দিরটি ৪৩৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এবং এই সত্যের উৎস প্রথম ১৯ শতকের সংবাদপত্র "হরকরা পত্রিকা" তে প্রকাশিত হয়। এই সত্যটি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মহা কবি কালিদাসের সাহিত্যিক মাস্টারপিস "রঘুবংশম" দ্বারা নিশ্চিত করা যেতে পারে, যা তীর্থযাত্রার আভাস বর্ণনা করে।

মধ্যযুগীয় সময়ে, দেশের প্রতিটি কোণ থেকে তীর্থযাত্রীরা জলে কুমির এবং ঘড়িয়ালের জোড়া হুমকি এবং স্থলে বেঙ্গল টাইগারের ক্রোধকে সাহসী করে বিশ্বাসের ভূমিতে যেতেন। বিপদজনক যাত্রার সময়, তীর্থযাত্রীদের কলেরা এবং পক্সের মতো রোগের সঙ্গেও মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, লোকেরা অন্তত একবার এই দ্বীপে যেতেন আশা নিয়ে, যে এটি তাদের পাপ ধুয়ে ফেলবে। এই বচনের উৎপত্তি হয়েছে, "সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার।" এই বিপজ্জনক যাত্রার একটি আভাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আইকনিক মাস্টারপিস "কপালকুণ্ডলা"- তেও ক্রনিক করা হয়েছে।

কপিল মুনির মন্দিরে তার উপাদানগুলি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। ক্রমবর্ধমান সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ কপিল মুনি মন্দিরের বেশ কয়েকটি পুনরাবৃত্তিকে ধুয়ে দিয়েছে। স্থানীয় লোককাহিনী অনুসারে, বর্তমান মন্দিরটি আশ্রমের সপ্তম পুনরাবৃত্তি। এটি ১৯৭৩ সালে অযোধ্যার হনুমান গারি আশ্রমে মহন্ত (প্রধান পুরোহিত) আশ্রম রামদাস জি মহারাজের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল।

কপিল মুনির মন্দির, যার নির্মাণ কাজ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হয়েছিল

ভারতের স্বাধীনতার পরে, তীর্থক্ষেত্রটির উন্নতি শুরু হয়। তরুণদেব ভট্টাচার্য রচিত গঙ্গাসাগর মেলা ও প্রাচীন ঐতিহ্য গ্রন্থে মন্দিরের ছবি প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থ অনুযায়ী, স্থায়ী মন্দিরটি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পরিণত মন্দিরের আকার আবির্ভূত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭০-এর দশকে স্থায়ী মন্দির নির্মাণে সহায়তা করে। পরবর্তী দশকগুলিতে মেলায় তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমান সময়ে, গঙ্গাসাগর মেলা ও তীর্থক্ষেত্র উপলক্ষে প্রত্যেক বছর পৌষ মাসে মকরসংক্রান্তি বা পৌষ-সংক্রান্তির পূণ্যতীথিতে (জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি) লক্ষ্য লক্ষ্য লোকের সমাগম ঘটে।

পুরাণ মত:

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, গঙ্গাসাগরের পৌরাণিক কাহিনীগুলি আমাদের

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসী	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

পুতিন-ট্রাম্প বৈঠক যেকোনো দিন হতে পারে: হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে সম্ভাব্য এক শীর্ষ বৈঠক দ্রুত যেকোনো দিনই বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত হতে পারে, বলেছেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান।

গত মাসে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, তিনি বুদাপেস্টে পুতিনের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠকটি 'প্রয়োজনীয় অগ্রগতি না হওয়ায়' সাময়িকভাবে স্থগিত করেছেন। তবে পরে ক্রেমলিন ও হোয়াইট হাউস উভয় পক্ষই স্পষ্ট করে জানায়, বৈঠকটি বাতিল নয় বরং স্থগিত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার পথে সংবাদমাধ্যম মাগিয়ার নেমজেত-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অরবান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে ইউক্রেন সংঘাত সমাধান নিয়ে এখনো এক-দুটি অনিষ্পন্ন বিষয় রয়েছে। সেগুলো মীমাংসা হলে কয়েক দিনের মধ্যেই বুদাপেস্টে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

পরবর্তীতে কোশুত রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অরবান আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'পুতিন ও ট্রাম্পের বৈঠক বুদাপেস্টে অবশ্যই হবে।' তবে তিনি যোগ করেন, এ বৈঠকেই চূড়ান্ত সমাধান আসবে কি না, নাকি এটি কেবল শান্তির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হবে—তা এখনো স্পষ্ট নয়।অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে মধ্য এশিয়ার কয়েকটি দেশের নেতাদের সঙ্গে নৈশভোজে ট্রাম্প বলেন, মস্কো ও কিয়েভের মধ্যে যুদ্ধ থামাতে তিনি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখছেন, যদিও এখনো কাঙ্ক্ষিত ফল আসেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফও একই মত প্রকাশ করেন, তবে তিনি জানান, চূড়ান্ত চুক্তির আগে নিম্নপর্যায়ে টেকনিক্যাল টিমগুলোর মধ্যে আরও আলোচনা প্রয়োজন।

রাশিয়ার উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ এ সপ্তাহের শুরুর দিকে বলেন, পুতিন ও ট্রাম্পের মধ্যে শীর্ষ বৈঠকের উপযুক্ত শর্ত এখনো তৈরি হয়নি।

তার ভাষায়, এ ধরনের বৈঠক আয়োজনের জন্য গভীর প্রস্তুতি ও প্রতিটি দিকের সতর্ক মূল্যায়ন দরকার, যা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি।

রুশ কর্তৃপক্ষ পশ্চিমা দেশগুলোর প্রস্তাবিত বর্তমান সংঘর্ষরেখা বরাবর যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে, যা গত মাসে ট্রাম্পের পক্ষ থেকেও সমর্থন পেয়েছিল। মস্কোর মতে, ইউক্রেন যুদ্ধের স্থায়ী সমাধান আনতে হলে সংঘাতের মূল কারণগুলো সমাধান করতেই হবে।

(৩ পাতার পর)

কন্যা সন্তানকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা — সচেতনতার পাঠ দিতে উদ্যোগী জেলা প্রশাসন

জেলা প্রশাসনকে নড়িয়ে দিয়েছে। সেই কারণেই গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের ওই গ্রামটিকেই প্রশাসন বেছে নিয়েছে সচেতনতার পাঠদানের কেন্দ্র হিসেবে।

শনিবার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা যাবেন ঘটনাস্থলে। তবে তার আগেই, শুক্রবার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে কন্যাশ্রীদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালানো হয় কন্যা সন্তান রক্ষা, কিশোরী গর্ভাবস্থা ও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে।এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শর্বরী অধিকারী, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ টিঙ্কু পাল, পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ অনুপম মল্লিক, ব্লকের সহকারী বিডিও রাজীব মুর্মু সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামে গিয়ে মহিলাদের বোঝানো হয়—কিশোরী অবস্থায় গর্ভধারণ মা ও শিশুর উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। পাশাপাশি, কন্যা সন্তান রক্ষার গুরুত্বও বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে। এদিন সকালেই গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাহুল বিশ্বাস ওই গ্রামের একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং গ্রামীণ মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সচেতনতার বার্তা দেন। সেই সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে তুলে দেন চকলেট। ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাহুল বিশ্বাসকে কাছে পেয়ে খুশি এলাকার মানুষজন থেকে শুরু করে ক্ষুদে পড়ুয়ারা। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে ওই এলাকায় টানা দু'দিন ধরে সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত শনিবার বেলিয়াবেড়া থানার একটি গ্রামে আটদিনের এক কন্যা শিশুকে দুধে কিটনাশক মিশিয়ে খাওয়ানোর অভিযোগে ঠাকুমাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ওই ঘটনার পরই জেলা প্রশাসন নড়েচড়ে বসে এবং এই গ্রামকে থেকেই শুরু হয় নতুন করে "বেটি বাঁচাও, সমাজ বাঁচাও" প্রচারের পথচলা।

(৪ পাতার পর)

জয়নগর থানার মহিষমারিতে ভর সন্ধ্যায় কুপিয়ে খুন! রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

এই খুন—ব্যবসায়িক শত্রুতা, ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি অন্য কোনো পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র—তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ, পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের খোঁজে চলছে তল্লাশি অভিযান।

এলাকা এখন থমথমে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।

সিনেমার খবর

সালমান খানকে নিষিদ্ধের বিষয়ে মুখ খুলল পাকিস্তান সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি বলিউড অভিনেতা সালমান খানকে 'সন্ত্রাসবাদী' তালিকাভুক্ত করে পাকিস্তানে নিষিদ্ধের খবর প্রকাশিত হয় সংবাদমাধ্যমে। এবার বিষয়টি নিয়ে এক বিবৃতিতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল পাকিস্তান সরকার।

দেশটির তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের বেলুচিস্তান নিয়ে মন্তব্য করায় সালমান খানকে নাকি দেশের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে 'চতুর্থ তফসিলে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তাকে 'সন্ত্রাসের সহায়তাকারী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যদিও স্বরাষ্ট্র বিভাগের গেজেটে সালমান খানের চতুর্থ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে এমন কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা।

পাকিস্তান-বেলুচিস্তান বিতর্ক বহুদিনের। বেলুচিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি চায়। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের দাবি, তাদের দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ বেলুচিস্তান।

সম্প্রতি সৌদি আরবের রিয়াদে গিয়ে এক অনুষ্ঠানে সালমান বলেছিলেন, হিন্দি ছবি তৈরি করে সৌদি আরবে মুক্তি দিলে সেটা সফল হবেই। এমনকি তামিল, তেলুগু, মালয়ালম সিনেমাও শতকোটি রুপির ব্যবসা করবে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এখানে এসে থাকেন। যেমন বেলুচিস্তানের মানুষ থাকেন, আফগানিস্তানের মানুষ থাকেন, পাকিস্তানের মানুষ থাকেন। সকল দেশের মানুষ এখানে কাজ করছেন।

সালমানের এ মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা। যদিও এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত মুখ খোলেননি অভিনেতা।

আজানের জন্য গান বন্ধ করে প্রশংসায় ভাসছেন সনু নিগম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাইকে জোরে আজানের শব্দ নিয়ে একসময় ঘোর আপত্তি ছিল যার, সেই তিনিই এবার আজানের জন্য নিজের গান থামালেন। গায়কের এমন কাণ্ডে রীতিমতো প্রশংসায় ভাসছেন। হ্যাঁ, বলা হচ্ছে ভারতীয় সংগীত তারকা সনু নিগমের কথা। ভারতের শ্রীনগরে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলেন এ সংগীতশিল্পী। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আজান শুরু হবে বলে দুই মিনিটের বিরতি নেন গায়ক। সনু বলেন, আমাকে দয়া করে দুই মিনিট সময় দিন। এখানে এখনই আজান শুরু হবে। এই বলে অনুষ্ঠান বন্ধ রাখেন কিছুক্ষণ। উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা সনুর এই আচরণের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। নেটিজেনরাও প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন গায়ককে।

আজান শেষ হওয়ার পরে ফের অনুষ্ঠান শুরু করেন সনু। শ্রোতারাও তার সুরের মূর্ছনায় ভাসেন।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে মাইকে আজানের সুর নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন সনু। মুম্বাইয়ে সনু যেখানে থাকতেন তার ঠিক সামনেই একটি মসজিদ ছিল। প্রতিদিন ভোরে আজানের শব্দেই ঘুম ভাঙত তার, এমনই দাবি ছিল সনুর। আর সেই আজান নিয়ে বিরক্তি জানাতে গিয়ে সনু লিখেছিলেন, জোর করে এভাবে ধর্মের সশব্দ ঘোষণা এ দেশে কবে বন্ধ হবে?

সে সময় তার এমন তীর্যক মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক ছড়িয়েছিল। উঠেছিল বয়কটের ডাকও।

কেন রামায়ণে পারিশ্রমিক ছাড়াই কাজ করছেন বিবেক?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিবেক ওবেরয়ের হাতে এই মুহূর্তে বেশ কিছু কাজ রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম 'রামায়ণ'। রণবীর কাপুরের সঙ্গে বিভীষণের চরিত্রে এই সিনেমায় দেখা যাবে বিবেককে। যে চরিত্রে তাকে দেখতে মুখিয়ে অনুরাগীরা।

তবে বিবেক সবচেয়ে বড় চমক দেখিয়েছেন সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে 'রামায়ণ'-এ অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই বলিউড অভিনেতা?

একটি সাক্ষাৎকারে বিবেক বলেছেন, 'আমি প্রযোজক নমিত মলহোত্রকে বলেছি এই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য এক পয়সাও লাগবে না। এই অর্থ আমি ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের জন্য দান করতে চাই। এভাবেই আমি একটু ওদের পাশে থাকতে চাই। তবে ছবিটা নিঃসন্দেহে ভারতীয় সিনেমাকে অনেকটা উচ্চস্থানে পৌঁছে দেবে।'

বিবেক আরও বলেন, রামায়ণ পৌরাণিক না ঐতিহাসিক, এই বিষয় নিয়ে লড়াই দীর্ঘদিনের। আমি যদিও বিশ্বাস করি এটা একেবারেই ঐতিহাসিক কাহিনি। এবং এই কাজটা আমার জীবনের দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হতে চলেছে বলাই যায়। আমার এখনও আরও কয়েকদিনের শুটিং বাকি রয়েছে। পুরো ইউনিটের কলাকুশলী যেমন নমিত, নীতেশ, যশ, রকুলপ্রীতের সঙ্গে খুবই আনন্দ করে কাজ করেছি।

মাঠে ফেরার অপেক্ষায় পগবা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহর যেন শেষের পথে পল পগবার। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফুটবলে ফিরলেও এখনও ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়নি এই ফরাসি তারকার। তবে তার নতুন ক্লাব এএস মোনাকোর কোচ সেবাস্তিয়েন পোকোনিওলি আশাবাদী, শিগগিরই মাঠে ফিরবেন বিশ্বকাপজয়ী এই মিডফিল্ডার।

গত জুনে মোনাকোর সঙ্গে দুই বছরের চুক্তিতে যুক্ত হন পগবা। ফ্রি এজেন্ট হিসেবে যোগ দেওয়া এই মিডফিল্ডার চুক্তি স্বাক্ষরের সময় কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। তার নিজের ভাষায়, এটি ছিল জীবনের একটি নতুন সূচনা।

ডোপিংয়ের দায়ে চার বছরের নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর আপিলে তা দেড় বছরে কমে আসে। দীর্ঘ এই সময়টায় ফুটবল থেকে দূরে ছিলেন পগবা। শেষবার তাকে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে দেখা গেছে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে।

মোনাকো কোচ পোকোনিওলি বলেন, 'সবকিছু এখন ভালোভাবেই এগোচ্ছে। আশা করছি খুব শিগগিরই তাকে স্কোয়াডে দেখা যাবে। সে ফিরলে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে, তার পারফরম্যান্স মূল্যায়নের জন্য।'

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের একাডেমি থেকে উঠে আসা পগবা ক্লাব ক্যারিয়ারের সেরা সময় কাটিয়েছেন ইউনাইটেড ও জুভেন্টাসে। তবে পরবর্তী সময়ে ইনজুরি ও শৃঙ্খলাজনিত সমস্যায় তার ক্যারিয়ার খানিকটা বিপথে যায়।

তবু মোনাকো কোচ তাকে নিয়ে আশাবাদী, তবে প্রত্যাশা বাস্তবতার মধ্যে রেখেই। তিনি বলেন,'ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড বা প্রথম দফায় জুভেন্টাসের সেই পগবা এখন অতীত। বয়স ও অভিজ্ঞতার কারণে তাকে নতুনভাবে দেখা প্রয়োজন। তবু তার টেকনিক, দৃষ্টিভঙ্গি এখনও অসাধারণ। নিয়মিত ম্যাচ খেললে সে আবার নিজেকে ফিরে পাবে।'

ক্লাব পর্যায়ে ১০টি ট্রফি জয়ী পগবা ফ্রান্সের হয়ে জিতেছেন ২০১৩ সালের অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ, ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ ও ২০২০-২১ নেশন্স লিগ। তবে ২০২২ বিশ্বকাপের পর থেকে জাতীয় দলের জার্সিতে তাকে আর দেখা যায়নি।

অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে পেদ্রি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বার্সেলোনা এই মুহূর্তে মিনি হসপিটালে পরিণত হয়েছে। দলের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ফুটবলার চোটে। সবশেষ লা লিগায় এল ক্লাসিকোতে খেলা হয়নি রাফিনিয়া, দানি ওলমো, গাভি ও রবার্ট লেভানডফস্কির মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারদের। সে হাসপিটালের নতুন রোগী পেদ্রি। বুধবার বার্সেলোনা নিশ্চিত করেছে, ২২ বছর বয়সি পেদ্রির বাঁ পায়ের একটি পেশি ছিঁড়ে গেছে। কবে কখন স্পেন মিডফিল্ডার মাঠে ফিরতে পারবেন তা স্পষ্ট করেনি ন্যু ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ।

ক্লাব থেকে এটুকুই বলা হয়েছে, শারীরিক অবস্থার উন্নতির ওপর নির্ভর করবে পেদ্রির ফেরা।

সবশেষ লিগা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিপক্ষে লাল কার্ড দেখেন পেদ্রি। ২২ বর্ষী তরুণ মিডফিল্ডারের এমনিতেই ফেরা হতো না লিগের পরবর্তীতে এলচের বিপক্ষে ম্যাচে। তার মধ্যে শোনা গেল দুঃসংবাদ।

লা লিগায় দ্বিতীয় স্থানে কাতালান ক্লাব। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা এবার ১০ ম্যাচের সাতটিতে জিতেছে, দুটিতে হেরেছে। ড্র করেছে একটিতে। শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ৫ পয়েন্ট পেছনে তারা।

এখনই অবসরে যাচ্ছেন না সুনীল ছেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি সুনীল ছেত্রী এখনও বুটজোড়া তুলে রাখছেন না। ৪১ বছর বয়সেও মাঠে দেখা যাবে এই অভিজ্ঞ স্ট্রাইকারকে। বেঙ্গালুরু এফসি বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়, ক্লাবের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন সুনীল।

সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় ক্লাবটি ঘোষণা দেয়, 'ছেত্রী, বেঙ্গালুরু, সহজে বলতে গেলে'। এতে নিশ্চিত হয় যে দেশের অন্যতম সেরা গোলদাতা এখনও ক্লাব ফুটবলে সক্রিয় থাকছেন।

২০১৩ সাল থেকে বেঙ্গালুরুর জার্সিতে খেলে আসছেন ভারতীয় ফুটবলের এই মহাতারকা। মাঝের দুই বছর (২০১৫-১৬) খেলেছিলেন মুম্বাই সিটি এফসিতে, তবে ২০১৬ সালে লোনে ফিরে আসার পর থেকে আর দল পরিবর্তন করেননি।

চুক্তির মেয়াদ বা আর্থিক অঙ্ক সম্পর্কে ক্লাব কোনো তথ্য দেয়নি। তবে জানা গেছে, নতুন চুক্তিতে খুশি সুনীল নিজেও।

উল্লেখ্য, গত আগস্টে আইএসএল ঘিরে অনিশ্চয়তার কারণে বেঙ্গালুরু এফসি তাদের ফুটবলার ও কোচিং স্টাফদের সঙ্গে চুক্তি স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছিল। সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে নতুন করে দলে স্থায়িত্ব আনল এই ক্লাব, আর তাতে আস্থা রাখল তাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নাম, সুনীল ছেত্রীর ওপর।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR